সংবাদ

তারিখ : 24 JAN 20.3
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৮

### কটিয়াদীর বেতাল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

# সংস্কারের উদ্যোগ নেই ॥ প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য ॥ খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে ছাত্রছাত্রীরা

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কটিয়াদী উপজেলার বেতাল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন যাবৎ নানা সমস্যায় জর্জড়িত। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ে বর্তমানে সাড়ে ৬ শতাধিক ছাত্রছাত্রী, ১৫ জন শিক্ষক ও ৪ জন কর্মচারী রয়েছেন। বিদ্যালয়ের আর্থিক দৈন্যদশা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলে উন্নয়নমূলক কোন কাজ হচ্ছে না।

বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশের ভবনটির কোন সংস্কার বা উন্নয়ন নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেই শ্রেণীকক্ষে টিনের চাল হতে পানি পড়ে সয়লাব হয়ে যায়। বৃষ্টি হলে ছাত্ররা ক্লাস করতে পারে না। তাদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। চালের টিন জরুরিভিত্তিতে পরিবর্তন দরকার।

১৯৯৭ সালে ফ্যাসিলেটিজ বিভাগ ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি ভবন নির্মাণ করে। বর্তমানে ভবনটি দৈন্যদশায় উপনীত হয়েছে। শিক্ষকরা জানান, ভবন নির্মাণে ঠিকাদার নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় বৃষ্টি হলেই ছাদ চুইয়ে পানি পড়তে থাকে। ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরেছে। সিলিং থেকে ঢালাই খসে পড়ছে। ছাত্রছাত্রীরা ঝুঁকি নিয়ে এর মধ্যেই ক্লাস করছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পায়নি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদটি দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে নূর মোহাম্মদ দায়িত্ব পালন করছেন।

এ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চের রয়েছে তীব্র সঙ্কট। শ্রেণী কক্ষে স্থান সংকুলান হয় না। বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নিচে গাছতলায় বসে ক্লাস নিতে হয়। খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা নেই। মাঠটি অত্যন্ত নিচু। সামান্য বৃষ্টিতেই সমস্ত মাঠ কাঁদায় একাকার হয়ে যায়। বিদ্যালয় সড়কটির দুরবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে। বিদ্যালয়টির উন্নয়নের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় না। ফলে এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বেতাল বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থা সত্যিই বেতাল।

এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠ স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য অভিভাবক-গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট দাবি জানিয়েছেন।